জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০১৮

আইন মেনে চলবো, নিরাপদ সড়ক গড়বো

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

৭ কার্তিক ১৪২৫
২২ অক্টোবর ২০১৮

বাণী

দেশে দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০১৮ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। আমি আশা করি, এ আয়োজন নিরাপদ সড়ক ব্যবহারে জনগণের মাঝে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

টেকসই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে উন্নত পরিবহন সেবার বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে সরকার দেশব্যাপী ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ হাইওয়েকে ফোর লেনে উন্নীত করা হয়েছে। বাস্তবায়িত হচ্ছে ঢাকা এক্সপ্রেস এলিভেটেড হাইওয়ে, মেট্রোরেল, বাস রেপিড ট্রানজিট এর মতো মেগা প্রকল্প। নিজস্ব অর্থায়নে স্বপ্নের পদ্মাসেতুর ৬০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য মহাসড়কসমূহ চার বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীতকরণ, ফ্লাইওভার এবং ওভারপাস নির্মাণ, ট্রাফিক সাইন ও রোড মার্কিং স্থাপন, মহাসড়কের পাশে বিশ্রামাগার নির্মাণ, চালকদের প্রশিক্ষণসহ নানামুখী উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর ফলে দেশের পরিবহন সেক্টরে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে যা দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নেও ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

দেশের সড়ক অবকাঠামোর উন্নয়নের সাথে সাথে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পরিবহন মালিক, শ্রমিক, যাত্রী, পথচারী নির্বিশেষে সকলের এ সংক্রান্ত আইন ও বিধি বিধান জানা এবং তা মেনে চলা আবশ্যক। এর মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। তাই জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসে এ বছরের প্রতিপাদ্য 'আইন মেনে চলবো, নিরাপদ সড়ক গড়বো' যথাযথ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে মনে করি। সরকারের সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে টেকসই করতে সংশ্লিষ্ট সকলে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাবেন- এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

আমি জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মোঃ মশিয়ার রহমান
চেয়ারম্যান, বিআরটিএ

সড়ক নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) এর কার্যক্রম

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে নানামুখি কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) ২০৩০-এর অনুসমর্থনকারী হিসাবে বাংলাদেশ ২০২০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনতে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে একযোগে কাজ করছে। সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে বিআরটিএ'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. মোটরযানের ফিটনেস ও ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রার্থীদের দক্ষতা পরীক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯টি বৃহত্তর জেলা সদরে Motor Driving Testing and Training Center (MDTTC) কাম বিআরটিএ কমপ্লেক্স স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৩টি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
২. দক্ষ ও মানবিক গুণসম্পন্ন গাড়িচালক তৈরির লক্ষ্যে পেশাজীবী গাড়িচালকদের নিয়মিতভাবে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৮৪,০১৯ জন পেশাজীবী গাড়ি চালককে সড়ক নিরাপত্তা, ট্রাফিক আইন ও সচেতনা মূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
৩. ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক শ্লোগান সম্বলিত স্টিকার, লিফলেট ও পোস্টার গাড়িচালক, যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক শ্লোগান সম্বলিত বিভিন্ন প্রকার ৮,২১,৪৭৮ টি লিফলেট ও ৪,৯৭,৫৬৬টি স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
৪. জাতীয় মহাসড়কে থ্রি-হুইলার নিয়ন্ত্রণসহ নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক ইত্যাদি যানবাহন চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
৫. সড়ক নিরাপত্তার বিষয়টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্যক্রমে অর্ন্তভূক্তির জন্য শ্রেণি ও বয়স ভিত্তিক পাঠ্যসূচি প্রস্তুত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে কিছু পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাকী কার্যক্রম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৬. জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের উপর অবস্থিত হাট-বাজার ও বাণিজ্যিক স্থাপনা অপসারণের জন্য সকল জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে।
৭. প্রতি বছর জেলা সদরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরকে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে সমাবেশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।
৮. বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিতভাবে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বক্তব্য/বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হচ্ছে।
৯. নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটি, জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল ও সড়ক পরিবহন উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্গঠনপূর্বক নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের আয়োজনসহ সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচেছ।
১০. মেট্রোপলিটন সড়ক নিরাপত্তা কমিটি, জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি এবং উপজেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলো তাদের নিজ নিজ এলাকায় সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
১১. সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা, ২০১৭-২০২০ (National Road Safety Strategic Action Plan,2017-2020) প্রণয়ন করা হয়েছে।

সড়ক পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সুষ্ঠু গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকল্পে সাম্প্রতিক সময়ে বিআরটিএ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. ফিটনেস প্রদানকালে গাড়ি হাজির নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মোটরযানের ছবি ডিজিটাল ক্যামেরায় ধারণ করে ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম তদারকি করার জন্য একটি মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, ঢাকা মেট্রোপলিটন এরিয়ায় বিআরটিএ'র প্রতিটি সার্কেল অফিসে বিভিন্ন অনিয়ম রোধকল্পে একজন করে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
২. সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের সুবিধার্থে দীর্ঘদিন যাবৎ অফিস সময় সকাল ৯.০০ টা হতে রাত ৯.০০টা পর্যন্ত নির্ধারণসহ সাপ্তাহিক ছুটি কমিয়ে শনিবারেও অফিস খোলা রাখা হয়েছিল। ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রার্থীদের সুবিধার্থে ঢাকা মেট্রো সার্কেলে ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি টেস্ট বোর্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩. সেবার মান বৃদ্ধির জন্য হেল্পডেস্কের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে এবং বিআরটিএ'র বিভিন্ন কাজের সেবা নির্দেশিকা বড় ব্যানারে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা হয়েছে। সেবা নির্দেশিকায় একজন গ্রাহক তার নির্ধারিত সেবাটি কোন কক্ষে গিয়ে পাবেন তা ফ্লোচার্ট আকারে দেখানো হয়েছে।
৪. গ্রাহক সেবা সহজিকরণের জন্য ব্যাংক/বুথের পাশাপাশি ঘরে বসে অনলাইনে ফি জমা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এতদসংক্রান্তে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বারংবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
৫. গ্রাহকবৃন্দকে মধ্যসত্ত্বভোগী/দালাল হতে সতর্ক থাকার জন্য সার্কেল অফিসসমূহে বিভিন্নস্থানে সতর্কতামূলক স্টিকার লাগানো হয়েছে এবং হেল্পডেস্ক হতে সার্বক্ষণিকভাবে মাইকিং করা হচ্ছে।
৬. সড়ক পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে এবং সুষ্ঠু গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকল্পে ঢাকায় ১০(দশ)জন এবং চট্টগ্রামে ০২(দুই) জন বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করছেন।
৭. ঢাকার তিন সার্কেলের কার্যক্রম মনিটর করার জন্য সদর দপ্তর থেকে একটি মনিটরিং টিম এবং ১০(দশ)জন ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যক্রম মনিটর করার জন্য উপ-পরিচালকদের সমন্বয়ে দু'টি টিম গঠন করা হয়েছে।
৮. বিআরটিএ'র ওয়েব সাইটে কোয়েরি এন্ড কমপ্লেইন লিঙ্ক খোলা হয়েছে। পাশাপাশি বিআরটিএ সদর কার্যালয়সহ সকল সার্কেল অফিসের ফেসবুক পেইজ ওপেন করা হয়েছে। এসবের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ ও সমস্যা যথাযথ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ ও নিরসন করা হচ্ছে। তাছাড়া, বিআরটিএ'র ম্যাজিস্ট্রেটগণের নামে ফেসবুক/ওয়েবপেজ খোলা হয়েছে।
৯. গণশুনানির মাধ্যমে বিআরটিএ'র সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকল্পে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। মাঝে মধ্যে আকস্মিকভাবে বিআরটিএ'র বিভিন্ন সার্কেল অফিসের কার্যক্রম পরিদর্শন এবং সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ শুনে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
১০. গ্রাহকের সুবিধার্থে মোটরযানের কর ও ফি'র পরিমান জানার জন্য বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে অনলাইন ফি ক্যালকুলেটর চালু রয়েছে। ফি জমাদানের জন্য ১৭টি ব্যাংকের প্রায় ৩৫৮টি শাখা/ বুথের ঠিকানা ওয়েবসাইটে দেয়া আছে।
১১. গ্রাহকসেবা সহজতর করার নিমিত্ত নাম্বারপ্লেট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা গ্রহণের জন্য SMS এর মাধ্যমে গ্রহীতাকে অবহিত করা হচ্ছে।
১২. বর্তমানে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (ওয়েবপোর্টাল) সিস্টেমে মোটরযান নিবন্ধন, লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স ও স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবাসমূহের জন্য অন-লাইনে ঘরে বসেই আবেদন করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমানে পোর্টাল (http://bsp.brta.gov.bd) টি পরীক্ষামূলকভাবে চালু আছে, যা অচিরেই সেবাগ্রহীতাদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। এর ফলে কিছু কিছু সেবা ঘরে বসেই পাওয়া সম্ভব হবে।

সড়ক নিরাপত্তা এবং গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি সেবার মনোভাব নিয়ে যেভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে আশা করা যায় অচিরেই প্রতিষ্ঠানটি জনসাধারণের চাহিদা শতভাগ পূরণে সক্ষম হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৭ কার্তিক ১৪২৫
২২ অক্টোবর ২০১৮

বাণী

আজ জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'আইন মেনে চলবো, নিরাপদ সড়ক গড়বো' যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশ পুনর্গঠনে সড়ক অবকাঠামো স্বল্প সময়ের মধ্যে মেরামত ও পুনঃনির্মাণ করে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী মহাসড়ক অবকাঠামো নির্মাণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আমরা বিগত সাড়ে ৯ বছরে দেশের উন্নত সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। বিভিন্ন মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করা হয়েছে। নতুন নতুন রাস্তা, ব্রিজ-কালভার্ট, ফ্লাইওভার ও ওভারপাস নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা হয়েছে। আমরা টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত সড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছি।

United Nations Decade of Action for Road Safety 2011-2020 এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) ২০৩০ এর অনুসমর্থনকারী হিসাবে GOAL-3.6 অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০২০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে Action Plan বাস্তবায়নাধীন আছে।

আমি মনে করি, জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালনের মধ্যে দিয়ে জনগণ নিরাপদ সড়ক বিষয়ে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি ট্রাফিক আইন মেনে চলতে আগ্রহী হবে। আমরা সকলে মিলে কাজ করলে অচিরেই এ দেশে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত হবে।

আমি জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আইন মেনে চলবো, নিরাপদ সড়ক গড়বো প্রতিপাদ্য নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ২২ অক্টোবর সারাদেশে *জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০১৮* পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি উপলক্ষে ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বাড়ছে দেশের সড়ক নেটওয়ার্ক। সে সাথে বাড়ছে মোটরযানের সংখ্যা ও এর ব্যবহার। সড়ক পরিবহনখাতে ক্রমবর্ধমান উন্নতির সাথে সাথে সড়ক দুর্ঘটনা একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। নিরাপদ সড়ক সবারই প্রত্যাশা। এ প্রত্যাশা পূরণে সরকার নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সরকারের পাশাপাশি অন্যান্য অংশীজন তথা সড়ক ব্যবহারকারীদের আন্তরিক প্রয়াস এবং সচেতনতা এক্ষেত্রে জরুরি বলে মনে করি।

২০২০ সাল নাগাদ সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের হার অর্ধেকে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দুর্ঘটনা কমাতে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে দুর্ঘটনাপ্রবণ বাঁকসমূহ ডিভাইডারসহ প্রশস্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে গৃহিত চার বছর মেয়াদী ন্যাশনাল রোড সেফটি স্ট্র্যাটেজিক একশন প্ল্যান ২০১৭-২০২০ বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। কঠোর শাস্তির বিধান রেখে বহুল প্রত্যাশিত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে এ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা রক্ষা সহজতর হবে।

প্রতিটি মৃত্যুই বেদনার। আমরা সড়কে আর একটি মৃত্যুও চাই না। দুর্ঘটনামুক্ত নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি তথা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণ জরুরি বলে মনে করি। সকলের সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রয়াস, আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতনতা নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে গৃহিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ওবায়দুল কাদের এমপি

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
Bangladesh Parliament

সভাপতি
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
সদস্য, ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

বাণী

আইন মেনে চলবো, নিরাপদ সড়ক গড়বো এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ২২ অক্টোবর সারাদেশে **জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০১৮** পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। সেই সাথে সড়ক পরিবহন সেক্টরের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়গুলো সম্পৃক্ত করে সড়ক মহাসড়কসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করছে। সে সাথে জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। দশম জাতীয় সংসদের ২২তম অধিবেশনে পাশ হওয়া সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা রক্ষা তথা সড়ক দুর্ঘটনারোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সমাজের সকল পর্যায়েও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ তথা সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রমে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানাই।

কারো একার পক্ষে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব নয়। সমাজের সর্বস্তরের জনগণ সচেতন হয়ে সড়ক নিরাপত্তাকল্পে একযোগে কাজ করলে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব। আসুন, আমরা সকলে মিলে দুর্ঘটনামুক্ত সমাজ গড়তে একসাথে কাজ করি।

আমি **জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০১৮** এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি। সে সাথে এসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য সকলকে আহবান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু-বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ একাব্বর হোসেন, এমপি

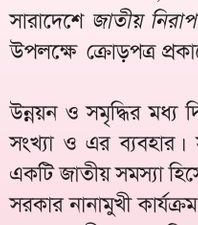

সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গত বছরের ন্যায় এবারো সারা দেশে ২২ অক্টোবর **জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০১৮** উদযাপন করা হচ্ছে। দিবসটি যথাযথভাবে পালনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে **আইন মেনে চলবো, নিরাপদ সড়ক গড়বো**। শ্রমঘণ্টা না মেনে একটানা পাঁচ ঘণ্টার বেশি মোটরযান চালানো, বেপরোয়া গতি, অতিরিক্ত যাত্রী/ওজন বহন, অননুমোদিত ওভারটেকিং ইত্যাদি আইন ভঙ্গসহ ট্রাফিক আইন না মানা সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণ। এ প্রেক্ষাপটে এবারের প্রতিবাদ্য বিষয় বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পরিবহন সেবা ব্যবস্থাসহ মোটরযানের আধুনিকীকরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার পাশাপাশি মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ নিরবিচ্ছিন্নভাবে করে যাচ্ছে। উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, অভ্যন্তরীণ ক্রমবর্ধিষ্ণু উন্নত পরিবহন চাহিদাপূরণ, পণ্য ও যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধি এবং সড়ক দুর্ঘটনা রোধ তথা নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকল্পে এ বিভাগ ব্যাপক কর্মপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। চার বছর মেয়াদি ন্যাশনাল রোড সেফটি স্ট্র্যাটেজিক একশন প্ল্যান ২০১৭-২০২০ প্রণয়ন, পেশাজীবী গাড়িচালকদের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান, জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ প্রচার অভিযানের মাধ্যমে লিফলেট, পোস্টার, স্টিকার বিতরণসহ মহাসড়কে নছিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক ইত্যাদি অবৈধ যান এবং হেলমেট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন ও ড্রাইভিং লাইসেন্সবিহীন চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। জাতীয় মহাসড়ক ৪(চার) লেন বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীতকরণ, মহাসড়কের উভয়পাশে একস্তর নিচু দিয়ে উভয় পাশে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে দুর্ঘটনাপ্রবন স্থান এর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাসহ গাড়ি চালকদের সতর্ক করার জন্য মহাসড়কের দুর্ঘটনাপ্রবন স্থানে র‍্যাম্বল স্ট্রিপ স্থাপন, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আন্ডারপাস স্থাপন, হাইওয়ের পাশে ট্রাক চালকদের বিশ্রামাগার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত ওজন বহনকারী যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে এবং আরো স্টেশন স্থাপন করার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থা, সেচ্ছাসেবী সংগঠন, পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠন নিজস্ব উদ্যোগে সহায়ক কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সড়ক দুর্ঘটনা কাংখিত মাত্রায় কমিয়ে আনা সম্ভব। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় ও আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

মোঃ নজরুল ইসলাম